দৈনিক সংবাদ

MAR. 24 2002

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ন্যায়বিচার চাই

আমি একজন ক্ষুদ্র কলেজ শিক্ষক। ১-৫-৬৮ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে যোগদান করি। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত ১১-৩০টায় পাকবাহিনী গণহত্যা শুরু করে। ২৭শে মার্চ সকালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার কণ্ঠে রেডিও মাধ্যমে শুনতে পাই স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ। তখন ওইদিন কর্মস্থল ত্যাগ করে চলে যাই। পরবর্তী সময়ে ২২শে ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশে পুনরায় কাজে যোগদান করি।

১৯৭৯ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আইন করেন যে সকল সরকারি কর্মচারী মুক্তিযুদ্ধের সময় কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন এবং কমপক্ষে তিন মাস কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন তারা ১৯৭৯ সালের মুক্তিযোদ্ধা সরকারি কর্মচারী বিধি ৩, ৪, ৫ ও ৬-এর উপবিধি (১) ধারা অনুযায়ী ২ বছরের সিনিয়রিটি এবং একটি পদোন্নতি পাবেন।

এ বিষয়ে আমি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে অনেক আবেদন করেছি; কিন্তু কোন ফল হয়নি। শিক্ষা প্রশাসনে ১৯৮১ সাল হতে দুর্নীতি শুরু হয়েছে। আমি ১৯৮১-৮২র শেষদিকে এমএসসি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করি। আমার প্রকাশিত ৪টি রিসার্চ পেপার ও একটি রিসার্চ প্রজেক্ট নিজে সম্পন্ন করেছি। বাংলাদেশের সরকারি কলেজের ৯৫% অধ্যাপকের কোন প্রকাশিত রিসার্চ পেপার নেই; অথচ তারাই পদোন্নতির নীতিনির্ধারক। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৯১ সালে ইডেন কলেজে এক শিক্ষক সমাবেশে বলেছিলেন "প্রকাশিত রিসার্চ পেপার ব্যতীত কোন কলেজ শিক্ষকের পদোন্নতি হয় না। এখন তার উলটো চলছে।

সরকারি চাকরিবিধি আছে চাকুরির মেয়াদ তিন বছর এর কম থাকলে সাধারণত স্টেশনের বাইরে বদলি করা হয় না। গত সরকার আমাকে বিধি লংঘন করে ঢাকার বাইরে শরিয়তপুরে বদলি করেছে।

আমি হার্টের রোগী। আমি ও আমার বৃদ্ধা মাতা মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীর রোগী। ঢাকাতে খালি আছে। আমি অনেক আবেদন করেও ঢাকায় আসতে পারিনি। ১৯৯৪ সালে শিক্ষা প্রশাসন আমাকে ঢাকার বাইরে বদলি করেছিল তখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমার জন্য সুপারিশ করায় ঢাকায় পুনঃবদলি হই।

আমার স্ত্রী ঢাকায় চাকরি করে। সরকারি বিধি আছে স্বামী-স্ত্রী একত্রে চাকরি করার। শোনা যায় ঢাকার বদলি হতে অনেক টাকা লাগে। অথচ ঢাকা শহরে বদলি করেন মাননীয় সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজে।

সরকারি বিধি আছে যাদের চাকরি তিন বছরের কম তারা ইচ্ছা অনুযায়ী বদলি হতে পারেন। শিক্ষা সচিব মহোদয় বরাবরে অনেক আবেদন করেছি কিন্তু কোন ফল হয় না।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক মহোদয় আমার আবেদনে সচিব মহোদয়কে লিখেছেন "বিধি মোতাবেক ও যৌক্তিকতা থাকলে বিবেচনা করা যাইতে পারে।" আজ তিন মাস হয় কোন ফল হয় না। সেকশনে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি। কর্মকর্তা বলেন আবেদন এর Photocopy দেন, পরবর্তী মিটিংয়ে দাখিল করব। তারপরে গিয়ে দেখি বদলির তালিকায় আমার নাম নেই। তারপর আরও একটি ফটোকপি সেকশনের কর্মকর্তার নিকট দিয়েছি, কোন ফল নেই।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী ওয়াদা প্রশাসনের দুর্নীতি দূর করান।

প্রশাসন যদি সরকারের কথা না শোনে তবে আমার মতো ক্ষুদ্র কর্মকর্তা কি করতে পারি?

অতএব, আমাকে ১৯৭৯ সালের বিধি ৩, ৪, ৫, ৬-এর উপধারা (১) অনুযায়ী পদোন্নতি ও দুই বছরের সিনিয়রিটি প্রদান করে বেতন নির্ধারণ এবং পরবর্তী পদোন্নতি দেয়ার নির্দেশদানে বাধিত করবেন। আমি মানসিক নির্যাতনের শিকার আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

বর্তমানে আমি যেহেতু শিক্ষক ক্যাডারে আছি। আমার চাকরির শেষ সময় উল্লিখিত সুযোগ ও আর্থিক সুবিধা প্রদানে ব্যবস্থা করলে নির্দ্বিধায় এলপিআরে যেতে পারি। আমি প্রশাসনের দুর্নীতি হতে মুক্তি পাই। আমার ছাত্ররা আমার চেয়ে উচ্চ পদে। তাই একই শিক্ষা বিভাগে থাকতে চাই না। তাদেরকে আমার বলতে লজ্জা। এ লজ্জা কার?

জয়ন্ত ভূষণ দেব
প্রভাষক ঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞান
শরীয়তপুর সরকারি কলেজ,
শরীয়তপুর।